THE GLOBAL GOALS
For Sustainable Development

Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y El Caribe

আমাদের কাঙ্ক্ষিত পৃথিবী

"টেকসই উন্নয়নে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা" নিয়ে তরুণদের জন্য নির্দেশিকা

আমাদের কাঙ্ক্ষিত পৃথিবী

"টেকসই উন্নয়নের বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা" নিয়ে তরুণদের জন্য নির্দেশিকা

Global Movement for Children of Latin America and Caribbean - MMI-LAC-এর একটি প্রকাশনা
প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ: আগস্ট ২০১৫

পোস্ট-২০১৫ ওয়ার্কিং গ্রুপ:
Álvaro Sepúlveda – Marist Foundation for International Solidarity, FMSI
Carmen Alvarez e Juan Carlos Morales – Viva Network
Jorge Freyre – Save the Children / REDLAMYC
Katia Dantas and Pilar Ramírez – International Centre for Missing & Exploited Children, ICMEC
Patricia Horna and Amanda Rives – World Vision International
Virginia Murillo – Defense for Children International, DNI

প্রকল্প সমন্বয়:
Inés Invernizzi – SOS Children's Villages International
Patricia Toquica – SOS Children's Villages International

লেখক:
Dora Bardales
Paola Arenas

অনুবাদ: Katia Dantas
গ্রাফিক ডিজাইন: Dora Bardales
চিত্রণ: Carlos Campos
সম্পাদনা শৈলী: Fiorella Bravo

সম্পাদনা সমন্বয় ও উপস্থাপনা:
SOS Children's Villages International
Save the Children
UNICEF
World's Largest Lesson

www.movimientoporlainfancia.org

অবতরণিকা

প্রিয় বন্ধুগণ,

আজ আমরা তোমাদের সাথে একটি নির্দেশিকা শেয়ার করবো যাতে বিশ্বের সব মানুষের জন্য একটি উন্নত পৃথিবী গড়ে তোলার প্রয়াসে "টেকসই উন্নয়নের বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা" উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্বের সকল মানুষের অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে আগামী ১৫ বছরে বাস্তবায়নযোগ্য এসব লক্ষ্যমাত্রা জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো-কর্তৃক প্রণীত হয়েছে। সদস্য দেশের নেতৃবৃন্দ সারা বিশ্বের শিশু ও তরুণ সমাজসহ কোটি কোটি মানুষ ও অসংখ্য সংগঠনের সহায়তায় এ কাজটি করেছেন!

নির্দেশিকাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে "লক্ষ্যমাত্রাগুলোর" পরিচিতি এবং এগুলো কীভাবে আমাদের নিজেদের জীবনে প্রভাব ফেলে সেটি বুঝতে শিশু ও তরুণদের সহায়তা করা এবং "লক্ষ্যমাত্রাগুলো" বাস্তবায়নে তোমার তোমাদের সরকারকে প্রতিদিন কীভাবে সহায়তা করতে পারো তা তুলে ধরা।

"লক্ষ্যমাত্রাগুলো" বর্তমান বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় অগ্রগতি সাধনে প্রণীত হয়েছে – কিন্তু বিশ্বের সকল মানুষের সহায়তায়ই কেবল আমরা এসব "লক্ষ্যমাত্রা" অর্জন করতে পারব। এর মধ্যে তুমি, তোমার পরিবার, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব, তোমার কমিউনিটি, ভাই-বোন সবাই রয়েছে। "লক্ষ্যমাত্রাগুলো" অর্জনে আমাদের গৃহীতব্য পদক্ষেপ নিয়ে চিন্তা করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সারা বিশ্বের লাখলাখ মানুষ এর সাথে যুক্ত হলে এমনকি ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র পদক্ষেপেও বড় অগ্রগতি সাধনে ভূমিকা রাখতে পারে!

তোমার মতো শিশু ও তরুণরা "লক্ষ্যমাত্রাগুলো" সম্পর্কে কী ভাবছো, তোমাদের নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনগুলো, সবার জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায়, "লক্ষ্যমাত্রাগুলো" অর্জনে আমরা কীভাবে একসাথে কাজ করতে পারি, এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য কীভাবে একটি উন্নত পৃথিবী গড়ে তোলা যায় প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তোমাদের মনোভাব বুঝতে এই ডকুমেন্টটি আমাদেরকে সহায়তা করবে।

আশা করব তোমরা নির্দেশিকাটি উপভোগ করবে এবং তোমাদের অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ!

Global Movement for Children of Latin America and Caribbean

শুরু করার আগে তোমাদের যা জানা উচিত:

জাতিসংঘ (UN):

১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ বর্তমানে বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সংস্থা, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র সংস্থাটির সদস্য। এর দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তা বজায় রাখা, যেসব সমস্যা আমাদের সবাইকে প্রভাবিত করে সেগুলো সমাধান করা, সকল মানুষের জন্য মানবাধিকারের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা (শিশু ও তরুণসহ) এবং এ উদ্দেশ্যে একযোগে কাজ করতে দেশগুলোকে সহায়তা প্রদান করা।

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ:

যেসব দেশ জাতিসংঘের সদস্য। ২০১৫ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘের সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯৩-টি।

সহস্রাব্দ সম্মেলন:

২০০০ সালে জাতিসংঘের তৎকালীন ১৮৯-টি সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ সহস্রাব্দ ঘোষণা গ্রহণের জন্য একত্রিত হন। এই ঘোষণা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে একটি বিশ্ব জোট প্রতিষ্ঠা করে। "সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা" হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত লক্ষ্যসমূহ এই বৈঠকের পর থেকে লাভ করে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDGs):

এমডিজি হল বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা মোকাবিলা, এইচআইভি/এইডস এর মত রোগ নিরোধ, নারী-পুরুষ সমতা বিধান, এবং আরো বেশি সংখ্যক শিশুর স্কুলে গমণ নিশ্চিত করাসহ আটটি লক্ষ্যমাত্রা যা সদস্য রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও রাষ্ট্রসমূহের যৌথ প্রচেষ্টাকে নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণয়ন করেছে।

২০১৫ সালের মধ্যে এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কথা ছিল এবং যথেষ্ট অগ্রগতি সত্ত্বেও লক্ষ্য অর্জনে আরও অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে।

সময়ের সাথে সাথে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তাদের কর্মকাণ্ডের ওপর জাতিসংঘের কাছে প্রতিবেদন পেশ করে। জাতিসংঘ রাষ্ট্রসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তাদের সাফল্য মূল্যায়ন করে।

টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যসমূহ :

২০১৫ সালে এমডিজি সময়সীমা শেষ হতে যাচ্ছে, তবে বিশ্ব ও আমাদের সরকারসমূহকে জনগণের জন্য এমডিজি পরিপূর্ণভাবে অর্জনের পাশাপাশি নতুন নতুন বিষয় ও সমস্যা মোকাবেলার জন্য কাজ করে যেতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ- ১ বিলিয়নেরও বেশি মানুষ – দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করছে এবং আরও অনেকে অসমতা, অন্যায্য ব্যবহার এবং বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

*তোমরা যদি এমডিজি'র সফলতা ও সেগুলো নতুন "বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা"সমূহের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত সে সম্পর্কে আরো জানতে চাও, আমাদের সংযুক্তি সেকশনটি দেখতে পারো। তুমি সেখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবে।

“টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা”গুলো কী কী?

*এখন থেকে লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে আমরা “বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা” বলবো।

২০১৫ সালের জুলাই মাসে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো “বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা” বিষয়ে একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে উপনীত হয়। চুক্তিটির উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীর ক্ষতিসাধন ছাড়াই সারা বিশ্বের সব মানুষের উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে সদস্য-রাষ্ট্রগুলোর প্রচেষ্টা চালানোর অঙ্গীকার করা। রাষ্ট্রসমূহ ২০১৫ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত পরবর্তী ১৫ বছর লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে কাজ করবে। এমডিজি-পরবর্তী এসব “লক্ষ্যমাত্রা”-ই “টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা” নামে পরিচিত*।

“বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা” কীভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে?

২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত আগামী ১৫ বছরে আমাদের বাস্তবায়নযোগ্য বৈশ্বিক অগ্রাধিকার কী হওয়া উচিত তা নিয়ে জাতিসংঘ আলোচনা করে আসছে। এই অগ্রাধিকারসমূহকে এখন বলা হচ্ছে “টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা” বা “বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা”। এখানে ১৭-টি “বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা” রয়েছে যাতে চরম দারিদ্র্য দূর করা, সকল শিশুর জন্য উত্তম শিক্ষা নিশ্চিত করা, সকলের সমান সুযোগ অর্জন করা এবং ভোগ ও উৎপাদনের জন্য উন্নত পদ্ধতির সুযোগ সৃষ্টি করাসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা এই পৃথিবীকে আরো পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর করে তুলবে।

ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রতিবেদনের পর জাতিসংঘের সকল সদস্য-রাষ্ট্র প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনার সুযোগ পায়। তারা একমত হয় যে, ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপের ধারণাগুলো ভাল এবং এটি একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী তালিকা যার মধ্যে তারা ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা বিশ্বের কাছে লক্ষ্যসমূহ উপস্থাপন করতে একটি “ঘোষণা” এবং লক্ষ্যগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তার কিছু ধারণা দিয়েছে, এবং প্রকৃতই অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে কিনা তা দেখতে আগামী ১৫ বছর কীভাবে তা নজরদারি করা হবে তার খসড়া প্রস্তুত করে। অবশেষে, ২০১৫ সালের আগস্টে সদস্য রাষ্ট্রগুলো টেকসই উন্নয়নের জন্য নতুন বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার পূর্ণ এজেন্ডার ব্যাপারে একমত হয়, এবং লক্ষ্যমাত্রাগুলো ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে নিউ ইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দফতরে আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকারের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

এই নির্দেশিকা প্রস্তাবিত “বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা” এবং প্রতিটি লক্ষ্যের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবে।।

২০০০ থেকে ২০১৫

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)

২০১৫ থেকে ২০৩০

টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা

টেকসই উন্নয়ন বলতে কি বোঝায়? এবং এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্পদের ক্ষতি না করে বর্তমান জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকেই টেকসই উন্নয়ন বলা হয়।

আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কিছু না রেখে সমস্ত সম্পদ বর্তমানে ভোগ করে ফেললে উন্নয়ন কখনই টেকসই হবে না। টেকসই উন্নয়ন হলো সবাইকে নিয়ে অগ্রগতি, অন্যের চিন্তাধারার উন্নয়ন এবং পরিবেশকে মর্যাদা প্রদান।

টেকসই উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজ রূপান্তরের জন্য বড় ধরনের পরিবর্তন সাধনে আমাদের একত্রে কাজ করতে হবে। এটি অর্জনের জন্য আমাদের নেতৃবৃন্দকে পরিবর্তনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে, তবে আমাদেরকেও আমাদের করণীয় সম্পন্ন করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে, আমাদের নিজেদের জন্য ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা কোন্ ধরনের পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ এবং বিতর্ক সাপেক্ষে শিশু ও তরুণদের প্রভাবিত করার মতো বিষয়গুলোর ব্যাপারে অবশ্যই আমাদের অভিমত জানাতে হবে। এছাড়া আমাদেরকে অবশ্যই মানুষের প্রতি এবং এই গ্রহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মতো ইতিবাচক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে যা টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

আমরা কোন ধরনের পৃথিবীতে বসবাস করতে চাই

শিশু ও তরুণদের মতামত গুরুত্বপূর্ণ!

জোষ্নার গল্প:

আমার বন্ধু জোষ্না আমার সাথে পড়াশোনা করে এবং সবসময়ই তার জিনিসপত্রের অত্যন্ত যত্ন নেয়। সে জানে এ জিনিসগুলো তাকে দিতে তার বাবা-মায়ের কতটা খরচ হয়েছে। সে তার বাবা-মাকে খুব ভালবাসে। তার বাবা খামারে কাজ করেন এবং মাটির জন্য ক্ষতিকারক এরূপ কোন কীটনাশক ব্যবহার করেন না। তিনি জানেন, যদি তিনি এখন জমির ক্ষতি করেন তবে ভবিষ্যতে এটি আমাদের আর কিছুই দেবে না। তার মা মজাদার পনির তৈরি করেন, এবং তা ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করেন। তারা লাখোপতি নন, তবে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপার্জন তাদের রয়েছে। নতুন কোন মডেলের মোবাইল কেনার কথা আমি কখনই জোষ্নাকে চিন্তা করতে দেখি নি, এর বদলে সে চিন্তা করে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে এবং সে কী পড়তে চায় সে সম্পর্কে। যদিও সে কৃষি এবং শিক্ষার মধ্যে কোন্‌টি পড়বে সে বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি।

লক্ষ্যমাত্রা ১

দারিদ্র্যের অবসান

পৃথিবীর সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান

লক্ষ্যমাত্রা ১ অর্জনে রাষ্ট্রগুলো যা যা করতে সম্মত হয়েছে:

- বেকারত্বের মতো দিকগুলো থেকে সমাজের প্রত্যেকে যাতে সুরক্ষা পায় এবং সবাই যাতে স্বাস্থ্যসেবা পায় তা নিশ্চিত করা। এটি সামাজিক সুরক্ষা হিসেবে পরিচিত এবং বিশেষ করে হত-দরিদ্র ও সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা ও সহায়তা দিতে এটি ব্যবহার করা হয়।
- মৌলিক সেবাসমূহ, শ্রম, ভূমি, প্রযুক্তিতে স্বল্প পুঁজির লোকদের সম-সুযোগ নিশ্চিতকরণে এবং তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য তারা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করতে যেসব সামাজিক নীতিমালা সহায়তা করে সেগুলো বাস্তবায়নে সম্পদের যথাযথ বণ্টন নিশ্চিত করা।

বিষয়টি শিশু ও তরুণদের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?

লক্ষ্যমাত্রা ২

ক্ষুধামুক্তি

ক্ষুধা দূর করা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পুষ্টি বাড়ানো, এবং টেকসই কৃষি পদ্ধতির প্রচলন

লক্ষ্যমাত্রা ২ অর্জনে রাষ্ট্রগুলো যা যা করতে সম্মত হয়েছে:

- শিশু, মা, এবং বৃদ্ধদের জন্য সামাজিক কর্মসূচির আওতা বাড়ানো এবং বছর-ব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাবার নিশ্চিত করার মাধ্যমে অপুষ্টি দূর করা।
- ক্ষুদ্র চাষীদের, বিশেষ করে নারী ও আদিবাসীদের, কৃষি উৎপাদন ও আয় বাড়ানো; প্রত্যেকে অঞ্চলের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ও নিজস্ব সম্পদের প্রতি খেয়াল রাখা।
- খরা, বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগের মতো সমস্যা প্রতিরোধ করা।
- বীজ, শস্য ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত প্রাণীদের (গৃহপালিত ও বুনো) বিভিন্ন জাতের সুরক্ষা করা এবং এসব সম্পদের সুফল ন্যায্যভাবে বিতরণ করা।

পাওলা ও লুইসা'র গল্প

পাওলা তার দুইবছর-বয়সী শিশুকন্যা লুইসার ব্যাপারে সবসময় উদ্বিগ্ন ছিলেন কারণ লুইসা তার বয়সী অন্যান্য শিশুদের তুলনায় খাটো ও শুকনা। তারা পার্বত্য এলাকায় বসবাস করতো এবং এলাকাটি ছিল ঠাণ্ডা, সুতরাং পাওলা লুইসাকে গরম স্যুপ ও মাড় খাওয়াতেন। একদিন পাওলা টিভিতে সরকারিভাবে প্রচারিত একটি বিজ্ঞাপন দেখলেন যেখানে মায়েরা যাতে শিশুদের স্যুপ ও মাড়ের বদলে শাকসবজি, ডিম ও মাংস খাওয়ান সে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তখন থেকে পাওলা তাঁর সন্তানের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উন্নত করতে সেগুলো খাওয়ানো শুরু করলেন।

প্রতিটি শিশু স্বাস্থ্যকরভাবে বেড়ে উঠার জন্য পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাবার পায় তা নিশ্চিত করতে কি করা যেতে পারে?

লক্ষ্যমাত্রা ৩

সুস্বাস্থ্য

সব বয়সী সবার জন্য স্বাস্থ্যকর জীবনমান নিশ্চিত করা

লক্ষ্যমাত্রা ৩ অর্জনে রাষ্ট্রগুলো যা যা করতে সম্মত হয়েছে:

- সন্তান জন্মদানের সময় মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা।
- নবজাতক ও পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের মৃত্যুহার প্রতিরোধ করা।
- এইচআইভি/এইডস ও হেপাটাইটিস বা পানিবাহিত রোগ প্রভৃতি মহামারী নির্মূল করা।
- ওষুধ ও অ্যালকোহলের অপব্যবহার রোধ এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা।
- পরিবার পরিকল্পনা, যৌন শিক্ষা ও গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা।
- উচ্চমানের সম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা, সাশ্রয়ী ও সহজপ্রাপ্য ঔষধ ও টিকার সহজপ্রাপ্যতাসহ সবার সুস্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করা।

স্বাস্থ্যকর থাকার জন্য শিশু ও তরুণদের কী করা উচিত?

লক্ষ্যমাত্রা ৪

মানসম্মত শিক্ষা

সবার জন্য ন্যায্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সকলের জন্য সব বয়সে শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা

লক্ষ্যমাত্রা ৪ অর্জনে রাষ্ট্রগুলো যা যা করতে সম্মত হয়েছে:

- সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা, যা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু হবে।
- যুবক ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার আরো বেশি সুযোগ প্রদান করা যাতে করে তারা ভালো চাকুরি পেতে পারে।
- নারী ও পুরুষ, প্রতিবন্ধী শিশু, আদিবাসী ও সংঘাতময় পরিস্থিতির শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষার সুযোগে যেকোনো প্রকারের বৈষম্যের অবসান ঘটানো।
- সবার জন্য একটি নিরাপদ ও ইতিবাচক শিক্ষার পরিবেশ প্রদানে স্কুলের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো।
- দেশে বা বিদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য বৃত্তির সংখ্যা বাড়ানো।
- উচ্চ-প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিশ্চিত করা।
- টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা সম্প্রসারণ করা।

কারমেনের গল্প

কারমেন এবং তার দুই ভাই স্কুলে যাচ্ছিল না। তারা প্রত্যেকে তাদের বাবা-মাকে খামারে সাহায্য করত এবং স্কুলে যাওয়ার মত যথেষ্ট অর্থ তাদের ছিল না। রাষ্ট্র বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ দিয়ে একটি নতুন স্কুল চালু করলে পরিস্থিতি বদলে যায়। তাদের কমিউনিটির সকল শিশু এতে পড়াশোনার সুযোগ পায়। শুধু তাই নয়, তারা বীজ, শস্য চাষাবাদে সেচ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে। সংক্ষেপে, এটি ছিল এমন স্কুল যেখানে ছেলে-মেয়ে, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার সাথে একই আচরণ করা হত। সবার পড়াশোনা করার সমান অধিকার ছিল।

প্রত্যেক শিশু ও তরুণের মানসম্মত শিক্ষা পাওয়ার জন্য আর কী প্রয়োজন?

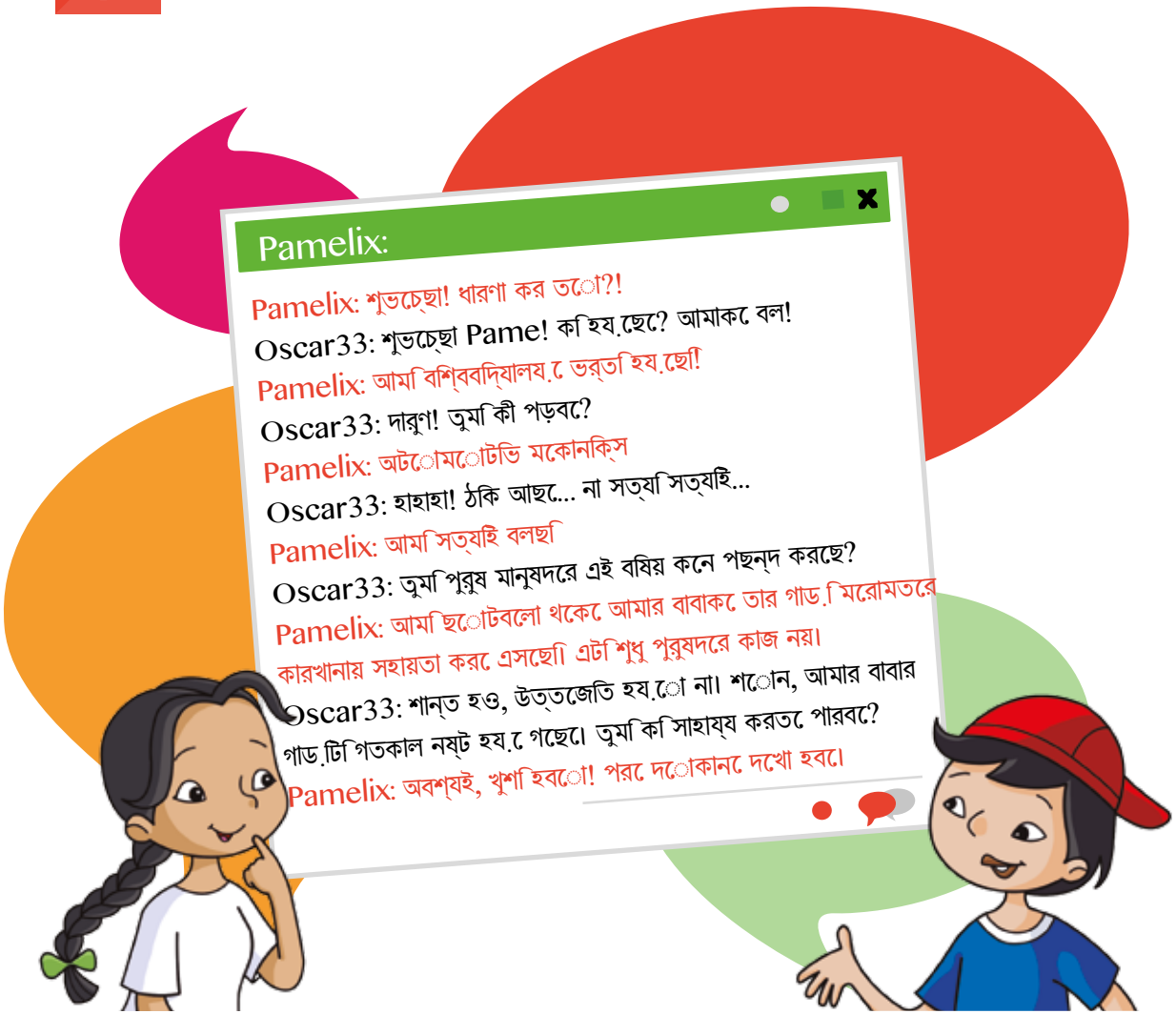

লিঙ্গসমতা

লিঙ্গসমতা অর্জন এবং সব নারী ও বালিকার ক্ষমতায়ন করা

লক্ষ্যমাত্রা ৫ অর্জনে রাষ্ট্রগুলো যা যা করতে সম্মত হয়েছে:

- যৌন পাচার ও অন্যান্য ধরনের প্রতারণাসহ নারী ও বালিকাদের বিরুদ্ধে সব ধরনের সহিংসতার অবসান ঘটানো।
- নারী ও বালিকাদের শারীরিক, মানসিক ও যৌন স্বাস্থ্যের হানি ঘটাতে পারে এ ধরনের সব আচরণ ও প্রথার অবসান ঘটানো।
- বাসায় নারীদের কাজের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন করা। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সর্বস্তরে নারীদের মতামত প্রদান ও তাদের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ প্রদান করা।
- নারীদের যৌন ও মাতৃকালীন স্বাস্থ্যসেবার অধিকার সুরক্ষিত করা।
- লিঙ্গ-সমতা নিশ্চিতকরণে নীতিমালা ও আইন প্রণয়নে কাজ করা।

নারী ও পুরুষের একই কাজে সমান সক্ষমতা অর্জন কেন গুরুত্বপূর্ণ?

লক্ষ্যমাত্রা ৬

বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃব্যবস্থা

সবার জন্য পানি ও পয়োব্যবস্থার প্রাপ্যতা ও তার টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা

লক্ষ্যমাত্রা ৬ অর্জনে রাষ্ট্রগুলো যা যা করতে সম্মত হয়েছে:

- সবার নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
- সবার জন্য পয়োব্যবস্থা (নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ও উন্নত ময়লা ব্যবস্থাপনা) নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তুলতে জনসচেতনতা গড়ে তোলা।
- দূষণ রোধে পানির মান নিয়মিত পরীক্ষা করা। পানিতে রাসায়নিক বা দূষণকারী পদার্থ ফেলা রোধ করা।
- পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা; এর পুনঃব্যবহারের জন্য অবকাঠামো গড়ে তোলা।
- কমিউনিটিগুলো যাতে তাদের পানির ব্যবস্থাপনা ও পয়োব্যবস্থা উন্নত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য সচেতনতা গড়ে তোলা।

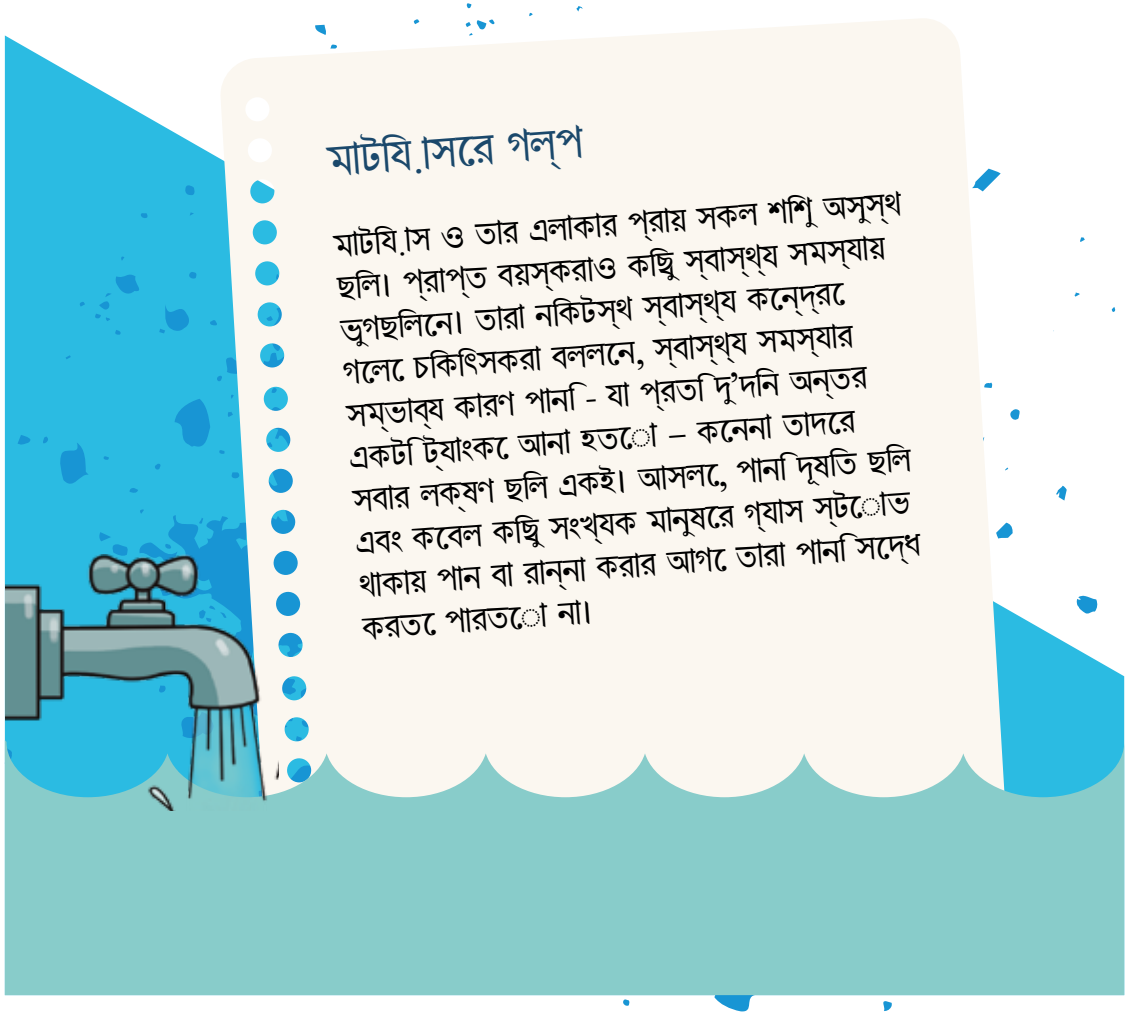

মাটিয়াসের গল্প

মাটিয়াস ও তার এলাকার প্রায় সকল শিশু অসুস্থ ছিল। প্রাপ্ত বয়স্করাও কিছু স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছিলেন। তারা নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গেলে চিকিৎসকরা বললেন, স্বাস্থ্য সমস্যার সম্ভাব্য কারণ পানি - যা প্রতি দু'দিন অন্তর একটি ট্যাংকে আনা হতো – কেননা তাদের সবার লক্ষণ ছিল একই। আসলে, পানি দূষিত ছিল এবং কেবল কিছু সংখ্যক মানুষের গ্যাস স্টোভ থাকায় পান বা রান্না করার আগে তারা পানি সেদ্ধ করতে পারতো না।

তুমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে পানি ব্যবহার কর? পানি না থাকলে তুমি কী করতে? আমরা কীভাবে সব শিশু ও তরুণের জন্য নিরাপদ পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারি?

লক্ষ্যমাত্রা ৭

নবায়নযোগ্য জ্বালানি

সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি নিশ্চিত করা

লক্ষ্যমাত্রা ৭ অর্জনে রাষ্ট্রগুলো যা যা করতে সম্মত হয়েছে:

- নতুন অবকাঠামো ও উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, ও আধুনিক জ্বালানি সেবা নিশ্চিত করা
- জ্বালানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা – দ্রুততার সাথে কম জ্বালানি খরচ হয় এরূপ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা
- জ্বালানির অন্যান্য উৎসের তুলনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো
- নবায়নযোগ্য ও অন্যান্য বিশুদ্ধ জ্বালানি সম্পদ বিষয়ে গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য একযোগে কাজ করা

তুমি বাসায় বা স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রয়োজন এরূপ কী কী জিনিস ব্যবহার করো? সব শিশু ও তরুণদের এসব জিনিস থাকা কেন প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো?

লক্ষ্যমাত্রা ৮

ভালো চাকুরি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণকালীন ও উৎপাদনশীল এবং যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

লক্ষ্যমাত্রা ৮ অর্জনে, অর্থাৎ সবার যথোপযুক্ত কাজ খুঁজে পেতে, রাষ্ট্রগুলো যা যা করতে সম্মত হয়েছে:

- মানুষের বিকাশকে সহায়তা করে এরূপ নিরাপদ, সৃজনশীল কাজের সুযোগ প্রদান করা।
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে বিবেচনায় রাখা ও সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা।
- নারী ও পুরুষ, যুবক, ও প্রতিবন্ধী - সবার জন্য যথোপযুক্ত কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে বেকার যুবকদের সংখ্যা কমানো।
- শিশু সৈনিক নিয়োগসহ সব ধরনের জবরদস্তিমূলক শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও বন্ধ করা।
- বৈশ্বিকভাবে, তরুণদের আরো বেশি কর্মসংস্থানে পদক্ষেপ নেওয়া।

লোকজনের ভালো কাজ খুঁজে পাওয়াটা কেন গুরুত্বপূর্ণ? ভালো কাজ খুঁজে পেতে কিছু লোক কেন ব্যর্থ হয়, এবং সবাই যাতে ভালো কাজ খুঁজে পায় সেটি সহজতর করতে আমরা কি করতে পারি?

লক্ষ্যমাত্রা ৯

উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো নির্মাণ, সবার জন্য ও টেকসই শিল্পায়ন গড়ে তোলা এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা

লক্ষ্যমাত্রা ৯ অর্জনে রাষ্ট্রগুলো যা যা করতে সম্মত হয়েছে:

- ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলো বিকাশে তাদের জন্য ঋণসুবিধা ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।
- কোম্পানিগুলো যাতে টেকসই উন্নয়ন করে এবং পরিবেশের ক্ষতি না করে তা নিশ্চিত করা।
- সংশ্লিষ্ট দেশের সুনির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে গবেষণার জন্য সম্পদ বরাদ্দ করা।
- ২০২০ সালের মধ্যে সবার, বিশেষ করে যারা স্বল্পোন্নত দেশে বসবাস করেন, যাতে ইন্টারনেট-সুবিধা থাকে ও তারা যাতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

তুমি কি বিশ্বাস করো যে সরকারি ও ব্যবসায়িক নেতারা পরিবেশের জন্য এবং তাদের শ্রমিকদের কল্যাণে আরো বেশি কিছু করতে পারে?

লক্ষ্যমাত্রা ১০

বৈষম্য হ্রাস

দেশের অভ্যন্তরে ও দেশগুলোর মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করা

লক্ষ্যমাত্রা ১০ অর্জনে, অর্থাৎ বৈষম্য হ্রাসে, রাষ্ট্রগুলো যা যা করতে সম্মত হয়েছে:

- দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নতির সুফল ভোগের জন্য দরিদ্রদের সহায়তা প্রদান করা।
- আইন বা বিধিবিধানসমূহ যাতে কোনো গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক না হয় তা নিশ্চিত করা, বরং জনগণের প্রয়োজনের কথা শোনা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের মতামত নেওয়া উচিত।
- আইন ও সামাজিক কর্মসূচিগুলো যাতে সুবিধাবঞ্চিত ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দেয় তা নিশ্চিত করা। উদাহরণস্বরূপ, কোনো রাজনৈতিক দলে কোটা পদ্ধতি প্রচলনের সময়, যুবক, নারী, আদিবাসী, এবং প্রতিবন্ধীদের অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- কোনো ব্যক্তি এক দেশ থেকে অন্য দেশে বসবাসের জন্য গেলে যাতে আইনী সুরক্ষা পায় তা নিশ্চিত করা।

তোমার কি কখনো মনে হয়েছে যে তোমাকে উপেক্ষা করা হয়েছে? তুমি কী লক্ষ করছ যে কিছু লোককে দৃশ্যত অন্যায় সুবিধা দেওয়া হচ্ছে? এতে তোমার কেমন লাগে এবং ন্যায়সংগত আচরণের জন্য কী করা যেতে পারে বলে তুমি মনে করো?

লক্ষ্যমাত্রা ১১

টেকসই নগর ও কমিউনিটি

নগর ও মানব বসতির স্থানগুলো সবার জন্য, নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করা

লক্ষ্যমাত্রা ১১ অর্জনে, অর্থাৎ নগর ও কমিউনিটিগুলো যাতে সবার জন্য উন্মুক্ত, নিরাপদ, স্থিতিস্থাপক, ও টেকসই হয় সেজন্য, রাষ্ট্রগুলো যা যা করতে সম্মত হয়েছে:

- সবার জন্য মানসম্মত, নিরাপদ বাসস্থান ও মৌলিক সেবা নিশ্চিত করা।
- নিরাপদ, সুবিন্যস্ত পরিবহণ সুবিধা প্রদান করা যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক নয় এবং যা বিশেষ করে শিশু, নারী ও অরক্ষিত মানুষের কথা ভেবে তৈরি করা হয়েছে।
- নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা ও আলোচনায় কমিউনিটিগুলোকে সম্পৃক্ত করা।
- পরিবেশ ও সংস্কৃতির গুরুত্ব অনুধাবন ও তার সুরক্ষা জোরদার করা।
- দুর্যোগ মোকাবেলার সামর্থ্য বাড়ানো।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বায়ুর মান নিয়মিত পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা।
- কমিউনিটিগুলোকে এমনভাবে প্রস্তুত করা যাতে করে তারা নিজেদের সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করতে পারে।

কোন্ কোন্ বিষয় নগরগুলোকে শিশু ও তরুণদের জন্য নিরাপদ ও আরো উন্নত করবে?

লক্ষ্যমাত্রা ১২

দায়িত্বপূর্ণ ভোগ

টেকসই ভোগ ও উৎপাদন প্যাটার্ন নিশ্চিত করা

লক্ষ্যমাত্রা ১২ অর্জনে রাষ্ট্রগুলো যা যা করতে সম্মত হয়েছে:

- বর্তমানে সারা বিশ্বে ব্যক্তি ও কোম্পানি-কর্তৃক জনপ্রতি খাবারের যে অপচয় তা অর্ধেকে নামিয়ে আনা।
- ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যগুলো নিয়ন্ত্রণে ২০২০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন নিশ্চিত করা এবং বায়ু, পানি ও মাটির যত্ন নেওয়া।
- তিনটি "R" এর সাহায্যে বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস করা: হ্রাস (Reduce), পুনর্ব্যবহার (Reuse), এবং পুনর্ব্যবহারোপযোগী করা (Recycle)।
- বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম যাতে দায়িত্বপূর্ণ, উন্মুক্ত ও পরিবেশ-বান্ধব হয় তা নিশ্চিত করা।
- জনগণকে অবহিত রাখা, সচেতন করা, এবং প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে জীবনযাপনের উপায় বাতলে দেওয়া।

তোমার দৈনন্দিন জীবনে পানি, খাবার, গাছ ও জ্বালানির প্রভৃতি সম্পদ কম অপচয়কারী ক্ষুদ্র কী কী পদক্ষেপ নিতে পারো?

লক্ষ্যমাত্রা ১৩

জলবায়ু বিষয়ক পদক্ষেপ

জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা

লক্ষ্যমাত্রা ১৩ অর্জনে রাষ্ট্রগুলো যা যা করতে সম্মত হয়েছে:

- লোকজন যাতে জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ-উদ্ভূত বিপদ মোকাবেলায় ভালোভাবে প্রস্তুত থাকে তা নিশ্চিত করা।
- স্ব-স্ব সরকারের এজেন্ডায় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সম্পদের জোগান দেওয়া।

জলবায়ু পরিবর্তন শিশু ও তরুণদের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ? তুমি কী কী ধরনের প্রভাব মোকাবেলা করতে পারো?

লক্ষ্যমাত্রা ১৫

ভূপৃষ্ঠের জীবন

পৃথিবীর ইকোসিস্টেম সুরক্ষা, পুনর্বহাল করা এবং এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা, টেকসইভাবে বন ব্যবস্থাপনা করা, মরুকরণ রোধ, ভূমিক্ষয় বন্ধ করা এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন বন্ধ করা

লক্ষ্যমাত্রা ১৫ অর্জনে, অর্থাৎ পৃথিবীর সুরক্ষায়, রাষ্ট্রগুলো যা যা করতে সম্মত হয়েছে:

- স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতি সম্মান দেখিয়ে ইকোসিস্টেম (উদাহরণস্বরূপ, মরুভূমি ও রেইনফরেস্ট) সুরক্ষা ও সংরক্ষণ করা।
- বন উজাড় হওয়া কমানো এবং ২০২০ সালের মধ্যে পুনঃবনায়নের লক্ষ্যে আরো গাছ লাগানো।
- বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীর সুরক্ষা এবং জরুরি ভিত্তিতে সেগুলোর বিলুপ্তি রোধ; প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের সুরক্ষিত প্রজাতিগুলোর অনিয়ন্ত্রিত শিকার ও পাচার বন্ধ করা। আদিবাসী কমিউনিটিগুলোকে এ কাজে সম্পৃক্ত করা জরুরি।

পৃথিবীতে গাছপালা ও প্রাণীদের বৈচিত্র্য থাকা কেন গুরুত্বপূর্ণ? বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি ও তাদের আবাসস্থল সুরক্ষায় শিশুরা কী করতে পারে?

লক্ষ্যমাত্রা ১৫

ভূপৃষ্ঠের জীবন

পৃথিবীর ইকোসিস্টেম সুরক্ষা, পুনর্বহাল করা এবং এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা, টেকসইভাবে বন ব্যবস্থাপনা করা, মরুকরণ রোধ, ভূমিক্ষয় বন্ধ করা এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন বন্ধ করা

লক্ষ্যমাত্রা ১৫ অর্জনে, অর্থাৎ পৃথিবীর সুরক্ষায়, রাষ্ট্রগুলো যা যা করতে সম্মত হয়েছে:

- স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতি সম্মান দেখিয়ে ইকোসিস্টেম (উদাহরণস্বরূপ, মরুভূমি ও রেইনফরেস্ট) সুরক্ষা ও সংরক্ষণ করা।
- বন উজাড় হওয়া কমানো এবং ২০২০ সালের মধ্যে পুনঃবনায়নের লক্ষ্যে আরো গাছ লাগানো।
- বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীর সুরক্ষা এবং জরুরি ভিত্তিতে সেগুলোর বিলুপ্তি রোধ; প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের সুরক্ষিত প্রজাতিগুলোর অনিয়ন্ত্রিত শিকার ও পাচার বন্ধ করা। আদিবাসী কমিউনিটিগুলোকে এ কাজে সম্পৃক্ত করা জরুরি।

পৃথিবীতে গাছপালা ও প্রাণীদের বৈচিত্র্য থাকা কেন গুরুত্বপূর্ণ? বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি ও তাদের আবাসস্থল সুরক্ষায় শিশুরা কী করতে পারে?

লক্ষ্যমাত্রা ১৬

শান্তি ও ন্যায়বিচার

টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, সবার ন্যায়বিচারের সুযোগ নিশ্চিত করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

লক্ষ্যমাত্রা ১৬ অর্জনে রাষ্ট্রগুলো যা যা করতে সম্মত হয়েছে:

- বিশ্বে সহিংসতা ও সহিংসতা-উদ্ভূত মৃত্যু বন্ধ করা।
- শিশুদের ওপর অত্যাচার, প্রতারণা, পাচার এবং সব ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতন বন্ধ করা।
- প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ দেশে বা প্রবাসে বিচারের সমান সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করা।
- সকল ধরনের অপরাধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা।
- রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মান বাড়ানো যা নাগরিকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করবে।
- সরকারি সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের পরামর্শ গ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সরকার শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের কথা বিবেচনা করে সিদ্ধান্তগ্রহণ করবে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু ও তরুণদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেটি প্রণয়নের আগে তাদের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া।
- প্রত্যেক শিশুকে জন্মনিবন্ধনসহ বিধি পরিচয় প্রদান নিশ্চিত করা।
- সবার তথ্যে অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।
- সহিংসতা, সন্ত্রাস ও অপরাধ রোধে প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা।

শিশু ও তরুণরা তাদের বাসায় ও স্কুলে নিরাপদ বোধ করাটা কেন গুরুত্বপূর্ণ? তোমার কমিউনিটিতে শিশুরা যাতে নিরাপদ বোধ করে তা নিশ্চিত করতে তুমি কি করতে পারো? তুমি যাতে কম সহিংসতাপূর্ণ নিরাপদ পৃথিবীতে বাঁচতে পারো সেজন্য কি করা যায়?

লক্ষ্যমাত্রা ১৭

লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অংশীদারিত্ব

বাস্তবায়ন উপায়গুলো আরো কার্যকর করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনর্জাগরিত করা

এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে রাষ্ট্রগুলো যা যা করতে সম্মত হয়েছে:

- ২০৩০ সালের মধ্যে সকল রাষ্ট্র যাতে এসব লক্ষ্য পূরণ করে তা নিশ্চিত করা। বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রাগুলো জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এবং প্রতিটি রাষ্ট্র তাদের নিজেদের জন্য কোন বিষয়গুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে।
- এসব লক্ষ্যমাত্রা পূরণে প্রতিটি রাষ্ট্র যাতে তার নিজস্ব সম্পদের সংস্থান করে তা নিশ্চিত করা। এছাড়া স্বল্পোন্নত দেশগুলোর এসব লক্ষ্যমাত্রা পূরণে উন্নত দেশগুলোর সহায়তার অঙ্গীকার করা উচিত।
- স্ব-স্ব দেশের নীতি-সিদ্ধান্তগুলোকে সমন্বয় করা, তবে শর্ত হচ্ছে সেগুলোকে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, তুমি প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষায় নিয়ম তৈরি এবং একইসাথে সেগুলো ব্যবহারেও অনুমোদন প্রদান - দুটো কাজ একসাথে করতে পারবে না।
- বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেসব ব্যক্তি ও সংস্থা অনেকদিন ধরে কাজ করছে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা। লক্ষ্যমাত্রাগুলো পূরণের কর্মযজ্ঞে এসব ব্যক্তি ও সংস্থাকে সম্পৃক্ত করা উচিত, কারণ তাদের অভিজ্ঞতা ও সহায়তা এ কাজে আবশ্যক।
- রাষ্ট্রগুলো বৈশ্বিক লক্ষমাত্রাগুলো পূরণের পথে যাতে নিজেদের অগ্রগতি নিরূপণ করতে পারে সেজন্য ২০২০ সালের মধ্যে তাদের উপাত্ত ও পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনার মান বাড়ানো নিশ্চিত করা।

তুমি সবগুলো লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে জানো, এখন প্রত্যেকটি লক্ষ্যমাত্রাকে স্ব-স্ব আইকনের সাথে সংযুক্ত করো।

লক্ষ্যমাত্রা-১	দারিদ্র্যের অবসান
লক্ষ্যমাত্রা-২	ক্ষুধামুক্তি
লক্ষ্যমাত্রা-৩	সুস্বাস্থ্য
লক্ষ্যমাত্রা-৪	মানসম্মত শিক্ষা
লক্ষ্যমাত্রা-৫	লিঙ্গ সমতা
লক্ষ্যমাত্রা-৬	পরিষ্কার পানি ও পয়োব্যবস্থা
লক্ষ্যমাত্রা-৭	নবায়নযোগ্য জ্বালানি
লক্ষ্যমাত্রা-৮	ভালো চাকুরি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
লক্ষ্যমাত্রা-৯	উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
লক্ষ্যমাত্রা-১০	বৈষম্য হ্রাস
লক্ষ্যমাত্রা-১১	টেকসই নগর ও কমিউনিটি
লক্ষ্যমাত্রা-১২	দায়িত্বপূর্ণ ভোগ
লক্ষ্যমাত্রা-১৩	জলবায়ু বিষয়ক পদক্ষেপ
লক্ষ্যমাত্রা-১৪	সাগরতলের জীবন
লক্ষ্যমাত্রা-১৫	ভূপৃষ্ঠের জীবন
লক্ষ্যমাত্রা-১৬	শান্তি ও ন্যায়বিচার
লক্ষ্যমাত্রা-১৭	লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অংশীদারিত্ব

অংশগ্রহণের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ!

বিদায় দেওয়ার পূর্বে, বিষয়টি নিয়ে চলো দলীয়ভাবে আলাপ করি:

শিশু ও তরুণদের জন্য কোন লক্ষ্যমাত্রাগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে তুমি মনে করো? অগ্রাধিকার অনুসারে লক্ষ্যমাত্রাগুলোর একটি তালিকা কর।

১ .....

২ .....

৩ .....

৪ .....

৫ .....

কোন লক্ষ্যমাত্রাগুলো তুমি সমর্থন করো এবং সেগুলো বাস্তবায়নে তুমি কীভাবে সহায়তা করবে?

.....

.....

.....

.....

.....

সংযুক্তি

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও এর টার্গেটসমূহ

এমডজি ২০০০ থেকে ২০১৫:
এমডজি কীভাবে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পর্কিত? এমডজি'র যে লক্ষ্যমাত্রাগুলো বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রাসমূহের সাথে মিল আছে সেগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করে লাইন আঁকুন।

এমডজি ১
চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা

সাধিত অগ্রগতি: যাদের দৈনিক আয় ১.২৫ ডলারের কম সেসব মানুষের অনুপাত অর্ধেকে কমিয়ে আনা।

এমডজি ২
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা

সাধিত অগ্রগতি: উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষায় নিবন্ধন ৯০ শতাংশে পৌঁছেছে।

এমডজি ৩
নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

সাধিত অগ্রগতি: বিশ্বব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলে-মেয়ের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য এখনো বিদ্যমান।

এমডজি ৪
শিশু মৃত্যু হ্রাস

সাধিত অগ্রগতি: ১৯৯০ সালের তুলনায় বর্তমানে প্রতিদিন ১৭,০০০-এরও কম শিশু মারা যাচ্ছে।

এমডজি ৫
প্রসূতি স্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চিত করা

সাধিত অগ্রগতি: ১৯৯০ সাল থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে প্রসূতি মৃত্যুর হার ৪৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছে।

এমডজি ৬
এইচআইভি/ এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের মোকাবেলা

সাধিত অগ্রগতি: ম্যালেরিয়া রোগে থেকে ২০০০ থেকে ২০১০ এই সময়ের মধ্যে ৩.৩ মিলিয়ন মানুষ কম মারা যাচ্ছে।

এমডজি ৭
টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা

সাধিত অগ্রগতি: ১৯৯০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ২.৩ বিলিয়ন মানুষ উন্নত সুপেয় পানি পানের সুবিধা পেয়েছে।

এমডজি ৮
উন্নয়নের জন্য বিশ্বজনীন অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা

সাধিত অগ্রগতি: ২০১৩ সালে অফসিয়াল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স রেকর্ড ১৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পৌঁছেছে।

তথ্যসূত্র: http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml

১৭টি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা

তোমার মতে যেসব বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা বিশ্বের জন্য এখন অগ্রাধিকার সেগুলোতে গোলচিহ্ন দাও।

ALDEAS
INFANTILES SOS
INTERNACIONAL

ChildFund
International

Child
Helpline
International

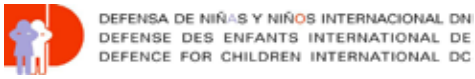
DEFENSA DE NIÑAS Y NIÑOS INTERNACIONAL DNI
DEFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL DE
DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL DC

ecpat

CONO SUR
FMSI

International Centre
FOR MISSING & EXPLOITED CHILDREN

iin
Instituto
Interamericano
del Niño, la Niña
y Adolescentes
Organismo Especializado de la OEA

red
ANDI
américa latina

REDLAMYC

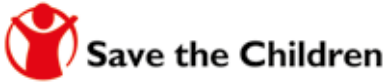
Save the Children

Plan

unicef

viva
juntos por la niñez

World Vision
Visión Mundial

WORLD'S
LARGEST
LESSON

Royal
Geographical
Society
with IBG
Advancing geography
and geographical learning

Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y El Caribe

The Latin America and Caribbean movement for Children (MMI-LAC) হচ্ছে শিশু ও কিশোরদের অধিকারের পক্ষে কাজ করা, এসব অধিকারের সুরক্ষা এবং অধিকারগুলোর পক্ষে লড়ার জন্য এই অঞ্চলে কাজ করা নেতৃস্থানীয় সংস্থা ও নেটওয়ার্কগুলোর একটি কৌশলগত জোট। এই জোটে রয়েছে YMCA, SOS Children's Villages International, Child FundAlliance, Child Helpline, Defense for Children International (DCI), ECPAT, Inter-America Children's Institute (IIN) of the OAS, Plan International, Latin America and Caribbean Network for the Defense of the Rights of Child and Adolescent (REDLAMYC), ANDI International, Save the Children, UNICEF এবং World Vision International, এছাড়া International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC), the Foundation Marist Solidarity International (FMSI) এবং the Viva Network জোটে পর্যবেক্ষক হিসেবে রয়েছে।

MMI-LAC ল্যাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে শিশু ও কিশোরদের অধিকারের পক্ষে ও অধিকার সুরক্ষায় নিম্নোক্তভাবে কাজ করে: ক) শিশু ও কিশোরদের অধিকারের পক্ষে জনগণকে সংগঠিত করা; খ) শিশু অধিকারের পক্ষে আরো কার্যকর প্রচেষ্টা চালানো; গ) সফল অভিজ্ঞতাগুলো বিনিময় ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা; এবং ঘ) নাগরিক সমাজ, শিশু ও কিশোর, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং বহুজাতিক সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় গড়ে তোলায় সহায়তা করা।